ফাল দিয়া ওঠা কথা

ওয়াশিকুর বাবু

২০১৫ সালের ৩০ মার্চ
অফিসে যাওয়ার পথে বাসা থেকে মাত্র ৫০০ গজ দূরে
মাংস কাটার চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়
ব্লগার ওয়াশিকুর রহমান বাবুকে ।

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে
এই বইটি প্রকাশ করা হল ।

১.
বিশ্বাস নিয়ে কটাক্ষ করলে ইসলামের পিলার নড়বড়ে হয়ে যায়। এই পিলার আবার ইট, বালু, সিমেন্ট দিয়ে মেরামত করা যায় না। রক্ত প্রয়োজন হয়। নাস্তিক, মুরতাদদের রক্ত...

২.
বিশ্বাসীদের দাবী নাস্তিকরা শুধু বেছে বেছে ধর্মগ্রন্থগুলোর নেতিবাচক বাণীগুলো তুলে ধরে, অথচ অনেক ভাল ভাল কথা আছে, তা তাদের চোখে পড়ে না।

কিন্তু ধর্মগ্রন্থগুলোতে ভাল ভাল কথা লেখা থাকলেও বাস্তবে এগুলোর উপযোগিতা কী? একজন ব্যক্তি যদি ভাল কাজ করতে চায়, তার জন্য তাঁকে ধর্মগ্রন্থের রেফারেন্স দেখাতে হয় না; স্রষ্টার দোহাই দেওয়া ছাড়াই যে কোনো ভাল কাজ করা যায়।

অপরদিকে কোন পুরুষ যদি একাধিক বিয়ে করতে চায়, দাসী সহবত করতে চায়, পালক পুত্রের বধূকে বিয়ে করতে চায় অথবা সমাজের প্রতাপশালী একটি অংশ যদি আরেকটি অংশকে নিম্নবর্ণের অস্পৃশ্য হিসেবে আখ্যায়িত করতে চায়, কাউকে ডাইনী বলে পুড়িয়ে

মারতে চায়, তাহলে তার বা তাদের জন্য ধর্মগ্রন্থই সবচেয়ে বড় সহায়।

৩.
বিপক্ষ মতকে অসম্মান প্রদর্শনের জন্য যদি হত্যা বৈধ হত, তাহলে মুসলিম সম্প্রদায় বলতে কিছু থাকত না।

৪.
প্রথমে তারা ধর্মবিদ্বেষী কতল করল...
আমি হাততালি দিলাম।
কারণ আমারও অনুভূতি আছে।

তারপর তারা নাস্তিকদের কতল করল...
আমি কলেমা পড়ে নিজের আস্তিকতার প্রমাণ দিলাম।
কারণ আমারও ঈমান আছে।

তারপর তারা বিধর্মীদের কতল করল...
আমি লুঙ্গি উঁচিয়ে ঈমানদণ্ড দেখিয়ে দিলাম।
কারণ আমারও খৎনা আছে।

তারপর তারা মডারেটদের কতল করল...

আমি দাড়ি-টুপি রেখে পাক্কা মুমিন হলাম।
কারণ আমারও হুরের লোভ আছে।

তারপর তারা ভিন্ন ফেরকার ধার্মিকদের কতল করল...
আমি তাদের দলে ভিড়ে কতলে অংশ নিলাম।
কারণ আমারও জানের ভয় আছে।

তারপরও তারা আমার হাতের তালু কেটে নিল...
কারণ প্রথমে হাততালি দিয়েছিলাম, যা হারাম...

৫.
- মদীনা সনদ অনুযায়ী চললে নাকি দেশ শান্তিতে থাকবে? অথচ ফারাবি গং সরাসরি নাস্তিকদের কতল করার হুমকি দিচ্ছে।
- মদীনা সনদে নাস্তিকদের বিষয়ে কিছু বলা হয়নি।

- প্রতিনিয়ত হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা নির্যাতিত হচ্ছে।
- মদীনা সনদে হিন্দুদের নিয়ে কিছু বলা হয়নি।

- আদিবাসীদের নিয়ে কিছু আছে? তাদের উপর চলছে দমন-নিপীড়ন।
- মদীনা সনদে আদিবাসীদের নিয়ে কিছু বলা হয়নি।

- তাহলে কাদের নিয়ে বলা হয়েছে?
- মুসলিম, মদীনায় তৎকালীন সময়ে বসবাসরত কয়েকটি গোত্র আর ইহুদীদের নিয়ে।

- বাংলাদেশে তো সেসব কোনো গোত্র বা ইহুদী নেই!
- তাতে কী? মুসলিমরা তো আছে।

- তাহলে বাকিদের অধিকার?
- সকল অধিকার সংখ্যাগরিষ্ঠের।

- কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতা?
- ধর্মনিরপেক্ষ হইলে কি আর মদীনা সনদ দিয়ে দেশ চালাতে হয়? সব ধর্মেই তো কম-বেশি শান্তির বাণী আছে। সরকার পারবে সেসবের উদাহরণ দিতে? মদীনা সনদের কথা বলা মানেই তো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা মেনে নেওয়া। এর মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতা থাকে কীভাবে?

৬.

ধর্ম নিয়ে কিছু লিখলেই অনুভূতি আহত হয়, মোল্লারা ক্ষেপে যায়, শান্তি বিনষ্ট হয়।

এমনিতে খুব শান্তি বজায় থাকে।

মোল্লারা শান্তিতে ধর্মব্যবসা করে, মাদ্রসায় শান্তিতে বালক ধর্ষিত হয়, গ্রামে শান্তিতে বালিকাদের বিয়ে দেওয়া হয়, রাতের বেলা শান্তিতে হিন্দুদের ঘর-বাড়ি দখল করে ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, আদিবাসী তরুণীকে শান্তিতে ধর্ষণ করা হয়, ফতোয়া দিয়ে শান্তিতে নারীদের হিল্লা বিয়ে দেওয়া হয়। এত শান্তি দেখে মডারেটরাও শান্তিতে চোখ বুঁজে থাকে।

সমাজকে শান্তিতে বলাৎকার করতে দিন ধর্মবরাহদের। বাধা দিলেই ধর্ষণে পরিণত হবে। শান্তি বিনষ্ট হবে।

৭.
বিশ্বাস নিয়ে খোঁচাখোঁচি বন্ধ করাতে চান?
বিশ্বাস দিয়ে মানুষকে খোঁচানো বন্ধ করুন...

৮.
মুসলিম জাতীয়তাবাদীরা কখনোই বাংলাদেশের স্বাধীনতা মেনে নিতে পারে না। তাদের কাছে মুক্তিযুদ্ধ হিন্দুত্ববাদী ভারতের ষড়যন্ত্র, বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান ভাঙ্গার জন্য দায়ী।

অথচ এরাই মুক্তিযুদ্ধে জিয়ার কতটুকু অবদান (?), তা জোর গলায় প্রচার করে, জিয়াকে স্বাধীনতার ঘোষক বানাতে চায়, যে-বাংলাদেশ তারা মানে না সেই বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি বলে দাবি করে!

এদের অবস্থা এ রকম যে, এরা চাঁদে মানুষের গমন বিশ্বাস করে না, তবে চাঁদে ঘুরে এসে তাঁরা মুমিন হয়েছেন তা বিশ্বাস করে।

৯.

নাস্তিকতাকে সরাসরি অপরাধের তালিকায় ফেলতে না পেরে মডারেটগণ 'ইসলামবিদ্বেষী' শব্দটা জুড়ে দেন। কিন্তু ইসলামবিদ্বেষ কেন অপরাধ হবে? ইসলাম তো জীবন্ত কিছু নয়; একটা ধর্ম বা মতবাদ। একজন মানুষ যেমন এই মতবাদকে পছন্দ করার অধিকার রাখে, এই মতবাদের সপক্ষে প্রচার করার অধিকার রাখে; তেমনি একজন মানুষ অপছন্দ করারও অধিকার রাখে, বিপক্ষে কথা বলারও অধিকার রাখে।

১০.

অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন এখন অতিসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের পথে হাঁটছে।

'নারায়ে তকবীর' বলে

পিছু হটো...

১১.
স্বাধীনতার পর দেশে হিন্দু জনগোষ্ঠী ছিল মোট জনসংখ্যার ১৩.৫ ভাগ। তাই ভোটের রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষ সাজার প্রয়োজন ছিল।
মেরে, ধর্মান্তরিত করে, পিটিয়ে দেশছাড়া করে এখন হিন্দু জনগোষ্ঠীর হার ৮.৫ ভাগ। তাই ধর্মনিরপেক্ষ সাজার চেয়ে টুপি মাথায় দিয়ে মদীনা সনদের বুলি আওড়ালেই ভোটের রাজনীতিতে ফায়দা বেশি।

১২.
এক সময় আমি প্রবল ধার্মিক ছিলাম। তারপর বাংলায় কোরআন পড়তে শুরু করলাম...

১৩.
ধর্ম যতদিন থাকবে ততদিনই ধর্মানুভূতি আহত হবে।

বিশ্বাসী ধার্মিক হওয়া সত্ত্বেও অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারাবে সম্প্রদায়গত, গোত্রগত বা মাজহাবগত পার্থক্যের কারণে। নামাজে তাকবীরের নিয়ম নিয়ে ঝগড়া হবে, দাড়ির পরিমাপ নিয়ে হবে

হাতাহাতি, মিলাদ পড়া নিয়ে লাঠালাঠি, ঈদের দিন নির্ধারণ নিয়ে হবে দাঙ্গা...

প্রকৃতপক্ষে ধর্মানুভূতি রক্ষার একটাই উপায় আছে। যাবতীয় ধর্মীয় আলোচনা ও আচারসহ ধর্ম শব্দটিকেই নিষিদ্ধ করে দেওয়া। তাহলে আর কারো অনুভূতি আহত হবে না। রক্ষা হবে অসংখ্য অমূল্য প্রাণ...

১৪.
ইসলাম হচ্ছে সবচেয়ে প্রগতিশীল ধর্ম; যাকে রক্ষার জন্য প্রগতির চর্চা নিষিদ্ধ করতে হয়...

১৫.
একসময় সবাই মানুষ ছিল।
তারপর ঈশ্বরের আবির্ভাব হল; মানুষ হয়ে গেল হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, ইহুদি, শিখ...

১৬.
সক্রেটিসকে বিষ দেওয়া হয়েছিল,
ব্রুনোকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল,
হাইপেশিয়ার দেহকে নৃশংসভাবে টুকরো টুকরো করা হয়েছিল,

গ্যালিলিওকে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল,
আরজ আলী মাতুব্বরের নামে মামলা করা হয়েছিল,
হুমায়ুন আজাদকে কোপানো হয়েছিল,
তসলিমা নাসরিনকে দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে;

এত হত্যা, নির্যাতন, নিষ্ঠুরতা দিয়েও মুক্তচিন্তার মানুষদের নাম মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি, তাদের চিন্তা-চেতনা ধ্বংস করা সম্ভব হয়নি। বরং মৌলবাদী, নিপীড়নকারীরাই মুছে গেছে ইতিহাসের পাতা থেকে।

সত্য কথা বলার জন্য কাউকে হত্যা করতে হয় না, হুমকি দিতে হয় না, স্বীকার করার জন্য কাউকে বাধ্য করতে হয় না।

কিন্তু ধর্ম টিকিয়ে রাখার জন্য হত্যা করতে হয়, নিপীড়ন করতে হয়, মানুষের কণ্ঠরোধ করতে হয়। কারণ, ধর্ম মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

১৭.
- এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির সমস্ত উত্তর না জেনেই আপনি কিভাবে ঈশ্বরকে অস্বীকার করেন?

- যেভাবে ক্যান্সারের প্রতিষেধক সম্পর্ক কিছু না জেনেও কবিরাজদের কথিত ক্যান্সারের মহৌষধগুলো ভুয়া বলে উড়িয়ে দিতে পারি।

১৮.
'ইসলাম তরবারির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়নি' - এই দাবীর সাথে দ্বিমত পোষণ করলেই তরবারি দিয়ে কল্লা ফেলে দেওয়া হবে।

১৯.
ধর্মানুভূতির স্বার্থে বাকস্বাধীনতা রুদ্ধ নয়, বাকস্বাধীনতার স্বার্থেই ধর্মানুভূতিকে উদার করতে হবে...

মডারেট মুসলিমরা, পারলে তোমাদের জঙ্গি ভাইদের মানুষ কর। ওদের ধ্বংসযজ্ঞকে ধর্মানুভূতির দোহাই দিয়ে আড়াল করে নিজেরা বাঁচতে পারবা না। ভবিষ্যতে 'ইহা সহী ইসলাম নহে' তোমাদের এই বহুল চর্বিত বাণীও ধর্মানুভূতিধারীদের কোপানলে পড়বে।

২০.
খুব স্বল্প সংখ্যক অসৎ ব্যক্তি ধর্মের কারণে সৎ হয়; কিন্তু অধিকাংশ অসৎ ব্যক্তিই ধর্মকে মোড়ক হিসেবে ব্যবহার করে...

২১.

যে পুস্তক পাঠ করিলে বুদ্ধি, বিবেক, বাস্তবতাবোধ বিলুপ্ত হয়, তাহাকে ধর্মগ্রন্থ বলে।

২২.

ইসলামের অনুসারীরা ইসলাম ব্যতীত অন্য যে কোনো মতবাদকেই ঘৃণা করে। এটুকু হলেই সমস্যা ছিল না; সমস্যা হচ্ছে মুসলিমরা ভিন্ন মতবাদের পাশাপাশি মতবাদের অনুসারীদেরকেও ঘৃণা করে; কতল করতে চায়। এটা তাদের ধর্মবিশ্বাসেরই অংশ।

২৩.

অন্ধ, কুসংকারাচ্ছন্ন সমাজে হ্যালুসিনেশনে আক্রান্ত পুরুষই সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি।

২৪.

যে-ধর্ম মানুষকে ঘৃণা করতে শেখায়, সেই ধর্মকে আমি ঘৃণা করি।

২৫.

একজন ধার্মিক ব্যক্তি তার নিজ ধর্মের সপক্ষে যেসব যুক্তি দেখায়, সেসব অন্য যে কোনো ধর্মের জন্যও প্রযোজ্য; একজন ধার্মিক অন্য

ধর্মের বিপক্ষে যেসব যুক্তি দেখায়, সেসব তার নিজ ধর্মের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য...

২৬.
ধর্ম হচ্ছে নিজের অপকর্মকে জায়েজ করার ঐশী বর্ম ।

২৭.
মায়ের পদতল আমার কাছে অনেক পবিত্র জায়গা, সেখানে ৭২টা হুর ও শুঁড়িখানা সম্বলিত জান্নাতকে কীভাবে স্থান দেই?

২৮.
মডারেট আর মৌলবাদী সবারই মগজ ধর্মের খুঁটিতে বাঁধা । পার্থক্য হচ্ছে কারো দড়ি বড়, কারো ছোট...

২৯.
এমন কোনো ভাল কাজ নেই যার জন্য ধর্ম আবশ্যক । কিন্তু এমন অনেক অপরাধ আছে, যা ধর্ম ছাড়া সম্ভব হত না...

৩০.
‘মুসলিম প্রধান’, ‘মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ' এই শব্দগুলোর মত ভয়ঙ্কর আর কিছু নেই...

৩১.
নাস্তিক হয়ে মুক্তিযোদ্ধা হওয়া সম্ভব, কিন্তু আস্তিক না হয় রাজাকার হওয়া সম্ভব নয়...

৩২.
যারা সরাসরি নাস্তিক-মুরতাদ কোপাতে চায়, তারা হচ্ছে মৌলবাদী;
আর যারা মৌলবাদীদের উসকে দেওয়ার অভিযোগ এনে নাস্তিকদের কোপাতে চায়, তারা হচ্ছে মডারেট...

৩৩.
এই দেশে নিয়মিত ভাবেই অমুসলিমদের ঘর-বাড়ি, উপাসনালয় ভাঙা হয়; তাদের দেশ ছাড়া করা হয় ।
অথচ বিপন্ন হয় ইসলাম...

৩৪.
মানুষকে বশ করতে জাহান্নামের আগুনের ভয় যথেষ্ট নয় ।
তাই মৌলবাদীরা দুনিয়াতে প্রতিনিয়ত ধর্মের নামে অশান্তির আগুন জ্বালায়...

৩৫.
যদি ইসলাম পূর্ণাঙ্গ ও সর্বযুগের জন্য প্রযোজ্য জীবনব্যবস্থা হয় তাহলে বাল্যবিবাহ, যুদ্ধবন্দিনী ও দাসীধর্ষণ, দাসপ্রথা, স্ত্রী-প্রহার - এসব প্রথা চিরকালের জন্য ইসলামী বিধান হিসেবে প্রযোজ্য ।

আর যদি বাল্যবিবাহ, যুদ্ধবন্দিনী ও দাসীধর্ষণ, দাসপ্রথা, স্ত্রী-প্রহার - এসব প্রথা যুগের সাপেক্ষে পরিবর্তন যোগ্য হয়, তাহলে ইসলাম পূর্ণাঙ্গ ও সর্বযুগের জন্য প্রযোজ্য জীবনব্যবস্থা নয় ।

৩৬.
সর্বজ্ঞানের আধার কোরআন শরীফ উপেক্ষা করে যারা তথ্য সংগ্রহের জন্য গুগল, উইকি ঘাঁটে, তাদেরকেও কি ইসলাম অবমাননার দায়ে গ্রেফতার করা হবে?

৩৭.
এমন কোনো অপরাধ নেই, যা নাস্তিকতার সাথে সম্পর্কিত বা শুধু নাস্তিকদের জন্য প্রযোজ্য;
কিন্তু এমন অনেক অপরাধ আছে, যা ধর্মের সাথে সম্পর্কিত এবং শুধু ধার্মিকদের পক্ষেই সম্ভব...

৩৮.
ইসলাম নারীকে দিয়াছে কলা, তেঁতলের সম্মান...

৩৯.
পর্দাপন্থীরা, যারা মনে করে বেপর্দা চলাফেরার কারনেই ধর্ষণ হয়, তারা বেপর্দা নারীদের দেখলে পর্দা নিয়ে এগিয়ে যায় না, উত্থিত লিঙ্গ নিয়ে ধর্ষণ করতে যায়...

৪০.
- উম্মে হানির ঘরে কে রে?
- আমি মেরাজে গেছি...

৪১.
বিজ্ঞান, ইতিহাস, যুক্তি, মানবতা - সব কিছুই ধর্মগুলোর অসারতা প্রমান করে;
তাই সহী ধার্মিকরা সব কিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে ধর্মগ্রন্থে বুঁদ হয়ে থাকে...

৪২.
ঈশ্বর চান, মানুষ শান্তিতে বসবাস করুক। তাই তিনি অনেকগুলো ধর্ম সৃষ্টি করেছেন...

৪৩.
নারী পুরুষের চ্যাটিং হারাম,
নারী পুরুষের একত্রে পড়ালেখা হারাম,
নারী পুরুষের একত্রে কাজ করা হারাম,
নারী পুরুষের মেলামেশা হারাম...

নেড়ি মোল্লারা প্রতিনিয়তই এসব ফতোয়া দেয়। তবে এরা কখনো বলে না:

বোকো হারাম'রা মেয়েদের অপহরণ করেছে, তা হারাম,
পাকিস্তানীরা মুক্তিযুদ্ধে গণধর্ষণ করেছে, তা হারাম,
বাংলাদেশসহ অমুসলিম ও আদিবাসীদের ওপর যে নির্যাতন হয়, তা হারাম...

আসল কথা ঘুরে ফিরে একটাই। নারীদের ওপর অত্যাচার তাদের কাছে কখনোই অপরাধ মনে হয় না। কিন্তু নারীর স্বাধীনতাতেই যত আপত্তি। ধর্ষণ হলে সমস্যা নেই, প্রেম করলেই সমস্যা। যদি অনলাইনেও জোরপূর্বক চ্যাটিংয়ের ব্যবস্থা থাকত, তাহলে এরা ফতোয়া দিত না। কিন্তু নারী-পুরুষ স্বেচ্ছায় চ্যাটিং করে বলেই হারামের ফতোয়া এসেছে।

৪৪.
সবচেয়ে বড় ধর্ম অবমাননা হচ্ছে ধর্ম সম্পর্কে সত্য কথন ।

৪৫.
এ দেশে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করলে আপনাকে হয় গ্রেপ্তার অথবা কতল করার জন্য আক্রমণ করা হবে ।

আর ধর্মের নামে মানুষকে আঘাত করলে আপনি যথেষ্ট নিরাপদে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারবেন ।

ইহার নাম গণমোল্লাতন্ত্রী বাংলাদেশ ।

৪৬.
“খোলা মিষ্টিতে মাছি তো বসবেই” - এই উদাহরণ দিয়ে যদি যৌন উত্যক্ততাকে জায়েজ করা যায়,
তাহলে “মাছি মারা কোনো অপরাধ না”- এই উদাহরণের মাধ্যমে উত্যক্তকারীকে পিটিয়ে মারাও কেন জায়েজ হবে না?

৪৭.সবচেয়ে কার্যকরী ঘুমের ওষুধ কী?
- ধর্ম । আজীবন ঘুম পাড়িয়ে রাখে...

৪৮.

নাস্তিক শব্দটা শুনলেই মুমিনদের কল্পনায় যৌনতার ছবি ভাসে। তখনই বুঝতে পারি, কেন দুনিয়ায় ৪ বিবি সহ অগণিত দাসী এবং পরকালে ৭২ খানা হুরের ব্যবস্থা করা হয়েছে...

৪৯.

ছবির হাট অবৈধ, তাই ভেঙে ফেলা হয়েছে। যদিও এই ক্ষুদ্র স্থাপনার জন্য রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন কতটুকু বাধাগ্রস্থ হয়েছে বা উচ্ছেদের ফলে উন্নয়ন কার্যক্রম কতটুকু জোরদার হবে, তা জানা নেই।

পুরো বাংলাদেশ জুড়ে অসংখ্য অবৈধ মসজিদ আছে। যে মসজিদগুলোর কারণে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বাধাগ্রস্থ হয়েছে অথবা পরিকল্পনা রদবদল করতে হয়েছে। এই কারণে প্রকল্পের খরচ বেড়েছে ও মানুষের ব্যক্তিগত জমিও দখল করতে হয়েছে।

বৈধ-অবৈধ বেশিরভাগ মসজিদ থেকেই প্রতিনিয়ত ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানো হয়, নারীদের জন্য অপমানজনক বক্তব্য দেওয়া হয়, নাস্তিকদের কল্লা চাওয়া হয়, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুদ্ধপরাধীদের সপক্ষে বক্তব্য দেওয়া হয় এবং সর্বোপরি মৌলবাদের চর্চা হয়।

অপ্রিয় রাষ্ট্র, অন্তত একটি অবৈধ মসজিদ উচ্ছেদ করার হ্যাডম আছে তো?

৫০.

- তোমার নাস্তিকতা মেনে নিতে পারি, কিন্তু ধর্মবিদ্বেষী লেখা লিখবে, তা মেনে নেওয়া যায় না।
- ধর্মবিদ্বেষী হয়েছি বলেই মৌন নাস্তিকতা মেনে নিতে পারছো, নাহলে আমার ধর্মহীনতাকেই আঘাত করতে।

৫১.

মুসলিম পুরুষরা ইহুদ-খ্রিষ্টান নারীদের বিয়ে করতে পারলেও মুসলিম নারীরা ইহুদি-খ্রিষ্টান পুরুষদের বিয়ে করতে পারবেন না। শুধু বিয়ে নয়, পুরুষরা অমুসলিম নারীদের সাথে ব্যভিচার করলেও ইসলামের ক্ষতি হয় না। তবে মুসলিম নারীরা অমুসলিমদের হাত ধরলেও ইসলাম খান খান হয়ে যায়!

কারণটা খুব সোজা: নারীরা হচ্ছে 'মাল'; তাই মুসলিমরা অমুসলিমদের 'মাল ভক্ষণ' করলে সমস্যা নেই। কিন্তু নিজেদের 'মাল' অমুসলিমরা 'ভক্ষণ' করবে, এটা মেনে নেওয়া অসম্ভব! তারচাইতে 'মাল' ধ্বংস (কতল, প্রস্তর নিক্ষেপ, বেত্রাঘাত) করে ফেলাই ভালো। ইসলাম তো রক্ষা হবে!

৫২.
মুসলিম বাঙালি অনুভূতির পরিমাণ স্বাভাবিক রাখতে নিয়মিতভাবে এক গ্লাস আধুনিক জীবন ব্যবস্থা, এক মুঠো সস্তা বিনোদন এবং তিন আঙুলের এক চিমটি ইসলাম দিয়ে প্রস্তুত ওরস্যালাইন পান করে থাকে।

এর ব্যত্যয় ঘটলেই অনুভূতির ডায়রিয়া শুরু হয়ে যায়...

৫৩.
মুমিনরা ক্ষতিকর হারামগুলো নির্বিকারে মেনে নেয় (দুর্নীতি, স্থূল বিনোদন, পর্ন)।
আর অযৌক্তিকভাবে যেগুলো হারাম করা হয়েছে, সেগুলোর বিরুদ্ধে মাতামাতি করে (নারী স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক চর্চা, ভাস্কর্য, চিত্রকলা)।

৫৪.
মেয়ে, পাপ করো, নাহয় জান্নাতে চলে যাবে
প্রতিটি পুণ্য ধর্মবরাহদের শিশ্নের ডগায় চেপে দংশন করবে।
মেয়ে, পাপ করো, জাহান্নামী হও
প্রেমিক-প্রেমিকারা সব জাহান্নামে যাবে...

৫৫.

যুদ্ধবাজ নেতা হতে চাও? হিটলারকে অনুসরণ করো;
ধর্ষক হতে চাও? রাজাকারকে অনুসরণ করো;
খুনী শাসক হতে চাও? জিয়াকে অনুসরণ করো;
লম্পট হতে চাও? এরশাদকে অনুসরণ করো;
শিশুকামী হতে চাও? মোল্লা-পাদ্রীকে অনুসরণ করো;

সব একসাথে হতে চাও? নবীকে অনুসরণ করো ।

৫৬.

জাহানারা ইমামকে জাহান্নামের ইমাম বলা হয়েছিলো ।

লম্পট, ধর্ষক, সন্ত্রাসীদের জান্নাতে হুর না হয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, মানবতাবাদীদের জাহান্নামের নেতৃত্বেই তাঁকে মানায় ।

৫৭.

যারা হজে গিয়ে মারা যায়, তাদের হজ কবুল হয় এবং তারা জান্নাতবাসী হয় । এই বৎসর আল্লাহ ব্যাপকভাবে হজ কবুল করার নিমিত্তে মার্স ভাইরাস পাঠিয়েছেন । যদিও ইহুদি-নাসারারা মাস্কসহ

বিভিন্ন প্রতিরোধকের মাধ্যমে আল্লাহর রহমত থেকে হাজীদের বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে।

মুমিন ভাইয়েরা কাফেরদের ষড়যন্ত্রে বিভ্রান্ত হবেন না। কাতারে কাতারে প্রতিরোধক ছাড়াই হজে যান, সহী প্রাণী উটবাহিত মার্স ভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে জান্নাতে গমন করুন। আমাদেরও দেশটাকে জান্নাত বানানোর একটা সুযোগ দিন।

৫৮.
ইজরায়েলের প্রতিটি গুলি একজন করে মানবতাবাদীর জন্ম দেয়,
ইসলামী জঙ্গিদের বোমা হামলায় সেসব মানবতাবাদীর মৃত্যু হয়...

৫৯.
হিটলার মারা গেছে প্রায় ৭০ বছর হলো।
তবুও বঙ্গে এখনো অগণিত হিটলারের সন্তান জন্মে কীভাবে!

৬০.
হিটলার ভালো, কারণ সে সব ইহুদীকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলো;
ইজরায়েল খারাপ, কারণ তারা সব প্যালেস্টাইনি মুসলিম মেরে ফেলতে চায়...

৬১.

কেউ আমাকে ধর্মবিদ্বেষী বলে অভিযুক্ত করলে আমি সেটা প্রত্যাখান করি না। কারণ ধর্মবিদ্বেষ অপরাধ নয়। মানববিদ্বেষ অপরাধ। পৃথিবীর সব ধর্মই মানববিদ্বেষে পূর্ণ। মানববিদ্বেষী ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা পবিত্র দায়িত্ব মনে করি।

৬২.

১৪০০ বছর ধরে এক মাস সারাদিন না খেয়ে ক্ষুধার জ্বালা অনুভবের হাস্যকর প্রচেষ্টার চেয়ে ক্ষুধা নির্মূলের চেষ্টা করাই যৌক্তিক।

৬৩.

মুমিনরা কোনো প্রমাণ ছাড়াই আল্লাকে বিশ্বাস করতে পারে, অথচ নাস্তিকরা আগে মুসলিম ছিলো - এটা বিশ্বাস করে না কেন, কেন প্রমাণ চায়?

কোনো কিছু শুনে বিশ্বাস না করে প্রমাণ চাওয়া কি তাদের ধর্মীয় দর্শনের বিপরীত না?

৬৪.

কোনো ধর্মই নারীকে কথিত সম্মানটুকুও দেয়নি। তারা সম্মান দিয়েছে মাকে, বোনকে, স্ত্রীকে, কন্যাকে। অর্থাৎ নিজের

মানবজীবনের সকল সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করে যারা নিজেদেরকে এইসব পরিচয়ে সীমিত রেখেছে, তারাই পেয়েছে সতী নারীর সম্মান! আর যারা মানুষ হতে চেয়েছে, তাদেরকে বেশ্যা উপাধি দিয়েছে ধর্মীয় সমাজ।

৬৫.
নারী ব্যভিচার করলে হয় অসতী।
আর নীরবে সামাজিক ধর্ষণ মেনে নিলে হয় সতী।

৬৬.
ধর্মানুভূতি দিয়ে চাষাবাদ হয় না, উৎপাদন হয় না, শিক্ষা হয় না, গবেষণা হয় না, শিল্প-সাহিত্য হয় না।
তবে ধর্মানুভূতি দিয়ে সাম্প্রদায়িকতা হয়, দাঙ্গা হয়, লুটপাট হয়, ধর্ষণ হয়, নোংরা রাজনীতি হয়।

হয় ধর্মানুভূতি ধ্বংস করুন, মানুষ বাঁচান;
নয় ধর্মানুভূতি জিইয়ে রাখুন, মৌলবাদ বাঁচান।

৬৭.
যখন আমি নারী অধিকারের কথা বলি, মুমিনরা জবাব দেয়, ইসলামে নারীকে সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হয়েছে;

যখন আমি দারিদ্র্য নিয়ে বলি, তখন মুমিনরা বলে, যাকাত দিলেই দারিদ্র্য থাকবে না;
যখন আমি পরিবেশ দূষণ নিয়ে কথা বলি, তখন মুমিনরা বলে, ধর্মহীনতার কারনে এসব আল্লাহর গজব;
যখন আমি ধর্ষণের বিরুদ্ধে কথা বলি, তখন মুমিনরা বললে, বোরখাই ধর্ষণের একমাত্র সমাধান;
যখন আমি বিজ্ঞান চর্চার প্রয়োজনীয়তার কথা বলি, মুমিনরা বলে কোরানেই সব কিছু আছে;

বাধ্য হয়ে আমি ধর্মের অপ্রয়োজনীয়তা এবং স্রষ্টার অসারতা নিয়ে কথা বলি। তখন ডান-, বাম-, উচ্চ-, নিম্ন- ও মধ্যপন্থীরা তেড়ে আসে ধর্মবিদ্বেষী বলে...

৬৮.
মৌলবাদীরা স্রষ্টার রোষের ভয় দেখায়,
মডারেটরা মৌলবাদীদের রোষের ভয় দেখায়।

মডারেটদের অবস্থান মৌলবাদীদের নিচে।

৬৯.

“বাংলার হিন্দু, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার খ্রিষ্টান, বাংলার মুসলমান, আমরা সবাই বাঙালি ।”

এই বক্তব্যে আমার আদৌ কোনো আস্থা নেই। সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে ধর্মীয় পরিচয়কে পুরোপুরিই ভুলতে হবে। বাঙালি শব্দের সাথে ধর্মীয় পরিচয়ের লেজুড় জুড়ে অসাম্প্রদায়িক দেশ গঠন কখনোই সম্ভব নয়।

ধর্মীয় পরিচয় বাদ দিয়ে বাঙালী হও। তারো আগে মানুষ হও।

৭০.

সহি মুমিন হোন...

অসুস্থ হলে আল্লাহর নাম নিন আর ডাক্তার দেখান।
সুস্থ হলে আল্লাহকে ধন্যবাদ দিন।
সুস্থ না হলে ডাক্তারকে গালি দিন (তেজ থাকলে পেটাতেও পারেন)।

৭১.

আমাদের বড় বড় রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে হামাস, আইএসএস, আল কায়েদাসহ যে কোনো ইসলামী সন্ত্রাসবাদী দলের

প্রসঙ্গে সবসময় সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার দোষ দিতে হবে, কিন্তু কোনোভাবেই ইসলামের সমালোচনা করা যাবে না।

যদিও ইসলাম নিজেই সাম্রাজ্যবাদী ধর্ম।

৭২.
শোনা কথায় বিশ্বাস রাখা মুমিনদের ঈমানী দায়িত্ব।

কোনো তথ্য-প্রমান ছাড়াই তারা আল্লায় বিশ্বাস করে, নবীরে বিশ্বাস করে, মেরাজ বিশ্বাস করে, কবরের আজাব, জান্নাত-জাহান্নাম, হুর, জ্বিন, ফেরেশতা সব বিশ্বাস করে শোনা কথায়।

আল্লাহ-নবীকে গালিগালাজ করলে তাই ইসলামবিদ্বেষী নাস্তিক-বিধর্মীর ফাঁসির দাবিতে আন্দোলন, কোপানো, কল্লা ফালানো, ঘর বাড়িতে আগুন, ধর্ষণ এগুলোও করে শোনা কথায়।

৭৩.
যখন আদিবাসীদের অধিকারের দাবি ওঠে, তখন তোমরা বাঙালি সাজো;
যখন নাস্তিকহত্যার বিচারের দাবি ওঠে, তখন তোমরা ধার্মিক সাজো;

যখন সাম্প্রদায়িকতার বিচারের দাবি ওঠে, তখন তোমরা মুসলিম সাজো;
যখন শিয়া-কাদিয়ানিহত্যার বিচারের দাবি ওঠে, তখন তোমরা সুন্নী সাজো;
যখন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি ওঠে, তখন তোমরা মানবতাবাদী সাজো'
যখন নারীদের অধিকারের দাবি ওঠে, তখন তোমরা পুরুষ সাজো...

গিরগিটির মতো রং পাল্টাতে পাল্টাতে তোমাদের নিজস্ব রং নেই, মুখোশ পরতে পরতে তোমাদের নিজস্ব কোনো চেহারা নেই, বিভিন্ন নাম ধারণ করতে গিয়ে মানুষ নামটিই মুছে গেছে।

৭৪.
‘ইহুদী-নাসারারা ষড়যন্ত্র করে মুসলিমদের ইসলামের ছায়াতল থেকে সরিয়ে দিচ্ছে; ইসলাম আজ বিপন্ন।’

‘ইহুদী-নাসারারা ক্রমশ ইসলামের ছায়াতলে আসছে, ইসলাম সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল ধর্ম।’

মুমিনদের পক্ষেই সম্ভব এমন পরস্পরবিরোধী বেসম্ভব দাবি করা।

৭৫.

ধর্মের তথাকথিত ভালো বাণীগুলোর কোনো বাস্তব উপযোগিতা নেই। 'শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগেই তার মজুরী দাও' - এই বাণী ওয়াজ-মাহফিলে বয়ান করলে ধর্মব্যবসা ভালো জমে। কিন্তু শ্রমিকদের প্রয়োজনে মোল্লারা হাদীসের বাণী আওড়ায় না। দেলোয়ারের বিরুদ্ধে কোনো ফতোয়া জারি করে না শফি গং। শ্রমিকদের বিপদে এদের গলায় জোর থাকে না।

তবে ধর্মের নামে ভিক্ষা চাওয়ার বেলায় মোল্লাদের গলায় প্রচণ্ড জোর। জোর গলায় শ্রমিকদের কাছেও ভিক্ষা চাইতে কোনো লজ্জাবোধ করে না এরা।

৭৬.

কতটা খারাপ হলে কেউ নাস্তিক হয়?

যতটা খারাপ হলে কেউ বর্ণবৈষম্য, লিঙ্গবৈষম্য, শ্রেণীবৈষম্য অস্বীকার করে।

৭৭.

মুসলিমরা কখনোই গণতন্ত্রপ্রেমী নয়। সারা বিশ্বের বেশিরভাগ মুসলিম দেশগুলোতেই গণতন্ত্র নেই। যে কয়েকটিতে আছে, তাও নড়বড়ে। বাঙালি ছাগু এবং ছাগমুসলিমরাও গণতন্ত্র পছন্দ করে না।

এদের পছন্দের নেতা সাদ্দাম, গাদ্দাফি, মাহাথির মুহাম্মদের মতো একনায়কগণ। এরা সবসময় বাংলাদেশে এরকম একজন একনায়কের শাসন কামনা করে।

তবে বঙ্গবন্ধুর প্রসঙ্গে এরা তাৎক্ষণিক পল্টি দিয়ে গণতন্ত্রকামী হয়ে যায়; গণতন্ত্রের জন্য এদের চোখে কুমিরের অশ্রু ঝরে; ১৫ অগাস্টের হত্যাকাণ্ডকে এরা একনায়কের হাত থেকে গণতন্ত্রের মুক্তি বলে দাবি করে।

৭৮.
ইসলাম ধর্মে সঙ্গীত হারাম, নৃত্য হারাম, চিত্রকলা হারাম। সিংহভাগ মুসলিমই এসব থেকে দূরে থাকে।

তবে পর্ণো, চটি এসব হারাম হলেও এসবে আসক্তিতে মুসলিমরাই শীর্ষে।

মানুষকে শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখলে তাদের রুচি অশ্লীলতার দিকেই ধাবিত হয়। আল্লাহ, জাহান্নাম, হারাম কোনো কিছুর দোহাই দিয়ে সরানো যায় না।

৭৯.
মোল্লারা পর্ণ দেখতে পারে, নারীদের গোসলখানায় উঁকিঝুঁকি মারতে পারে, ধর্ষণ করতে পারে, শিশুগামী হতে পারে, পতিতালয়ে যেতে পারে; কিন্তু কোনো নারীর সাথে পরস্পরের সম্মতিতে যৌনকর্ম করতে পারে না। কারণ সেটা ব্যাভিচার!

৮০.
মুমিনরা জোর গলায় দাবি করে, ইসলামে ইজমা-কিয়াস-এর মাধ্যমে পরিবর্তনের সুযোগ আছে।
কিন্তু কোনো পরিবর্তন চাইলে মুমিনরাই তলোয়ার নিয়ে নেমে পড়ে পরিবর্তন ঠেকানোর জন্য।

৮১.
মুসলিম 'সংখ্যাগরিষ্ঠ' দেশ হলেও সাড়ম্বরে ভ্যালেন্টাইনস ডে পালন করা যায়, 'লিটনের ফ্ল্যাট'-এ ডেট করা যায় -

কিন্তু পাঠ্যসূচীতে যৌনশিক্ষা চালু করা যায় না।

হে মুসলিম বাঙালি, বিনোদনের জন্য 'মডার্ন' হলে, কিন্তু চেতনায় আধুনিক হতে পারলে না।

৮২.

- আপনি শুধু আমার ধর্মের বিরুদ্ধে বলেন কেন? আরো তো ধর্ম আছে; সেসবের বিরুদ্ধেও বলেন।

- কেন, অন্য ধর্মের সমালোচনা করলে কি আপনার ধর্মের সমালোচনাগুলো মেনে নেবেন?

৮৩.

নাতনীর বয়সী মেয়ের প্রতি কামভাব থাকা সুন্নত...

৮৪.

অফিসে তিনজন মোল্লা আসলো ব্যবসায়িক কাজে। তৎক্ষণাৎ অফিসের একমাত্র নারী কলিগ ওড়না দিয়ে চুল ঢেকে ফেললেন। উল্লেখ্য, কলিগ নিয়মিত নামাজ পড়লেও অন্য সময় আমাদের বা ক্লায়েন্টদের সামনে কখনো ওড়না ওঠাননি। এই প্রথম তাকে এই কাজ করতে দেখলাম।

ধার্মিকদের যুক্তি - ওড়না পুরুষদের লোলুপ দৃষ্টি থেকে নিরাপত্তা দেয়। তাহলে কি কলিগ প্রবল ধর্মাচারী মোল্লাদের দৃষ্টির সামনে অনিরাপদ বোধ করছিলেন?

৮৫.

বিয়ে করতে চাচ্ছেন? কিন্তু পছন্দের মেয়ে বা মেয়ের পরিবার পাত্তা দিচ্ছে না? মেয়েকে ধর্ষণ করে ফেলুন। ব্যস, আপনি হয়ে গেলেন কাঙ্ক্ষিত মেয়ের স্বামী! মেয়ে আর তার পরিবারই আপনাকে জামাই বানানোর জন্য হন্যে হয়ে ঘুরবে। তারপরও যদি কোনো কারণে রাজি না হয়, চিন্তার কিছু নেই। সমাজ, মোল্লা-পুরুত, চেয়ারম্যান-মেম্বার, জনপ্রতিনিধি (নাকি যৌন প্রতিনিধি!) সবাই বসে আছে ধর্ষিতাকে ধর্ষকের সাথে বিয়ে দেওয়ার জন্য।

৮৬.

অপচয়কারী শয়তানের ভাই;
কৃপণ আল্লাহর দোস্ত..

৮৭.

ধর্ম নিয়ে কিছু লিখলেই অনুভূতি আহত হয়, মোল্লারা ক্ষেপে যায়, শান্তি বিনষ্ট হয়। এমনিতে খুব শান্তি বজায় থাকে।

মোল্লারা শান্তিতে ধর্মব্যবসা করে, শফীরা শান্তিতে ওয়াজ করে, মাদ্রাসায় শান্তিতে বালক ধর্ষিত হয়, গ্রামে শান্তিতে বালিকাদের বিয়ে দেওয়া হয়, রাতের বেলা শান্তিতে হিন্দুদের ঘর-বাড়ি দখল করে ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, ফতোয়া দিয়ে শান্তিতে নারীদের হিল্লা

বিয়ে দেওয়া হয়। এত শান্তি দেখে মডারেটরাও শান্তিতে চোখ বুঁজে থাকে।

সমাজকে শান্তিতে বলাৎকার করতে দিন ধর্মবরাহদের। বাধা দিলেই ধর্ষণে পরিণত হবে। শান্তি বিনষ্ট হবে।

৮৮.
থাবা বাবার আসল পরিচয় - তিনি একজন মুক্তচিন্তার মানুষ। যারা তাঁর নাস্তিকতার জন্য তাঁর নাম মুখে নিতে ভয় পায় বা তাকে বিশ্বাসী বানিয়ে দিতে চায়, তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বেশধারী ছদ্মমৌলবাদী।

কারো অবিশ্বাস তাকে খুন করার বৈধতা দেয় না, কিন্তু তার অবিশ্বাস চাপা দিতে গেলে খুনীরা নৈতিক সমর্থন পায়।

৮৯.
ঋতুস্রাব নিয়ে মমিনদের এতো চুলকানি কেন?

একটা মেয়ে ঋতুস্রাবের যন্ত্রনা সহ্য করবে, অথচ তার অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবে না; মুখ ফুটে বললেই সে হয়ে যাবে নষ্টা, বেশ্যা মেয়ে!

মুমিনরা বিশ্বাস করে পুরুষের পাঁজরের হাড় থেকে নারীর সৃষ্টি। তাদের ধর্ম গ্রন্থে লেখা আছে, পুরুষের এক ফোঁটা নাপাক বীর্য থেকে গর্ভে সন্তান আসে। নারী হচ্ছে শস্যক্ষেত্র, পুরুষেরা তাতে বীজ বপন করে। অর্থাৎ সন্তান জন্ম দানে নারীর ভূমিকা গৌন, পুরুষের এক ফোঁটা বীর্যই মূখ্য, ডিম্বাণুর কোনো স্থানই নেই!

বর্তমানে সবাই জানে, শিশুর জন্মে নারীর ভূমিকাই মূখ্য। মমিনরা এটা যতটা সম্ভব অস্বীকার করতে চায়। ঋতুস্রাব মমিনদেরকে জন্মের পেছনে নারীর ভূমিকা স্মরণ করিয়ে দেয়। এইজন্যই তাদের চাওয়া - মেয়েরা এসব কথা প্রকাশ না করুক, তারা শুধু মুখ ফুটে যন্ত্রনা সহ্য করুক এবং ধর্মগ্রন্থের কথিত পাপের শাস্তি নামক রূপকথা মনে করুক।

ঋতুস্রাবকে বড় গলায় নারীর জন্য লজ্জাজনক আখ্যায়িত করলেও এটি আসলে মমিনদের জন্যই লজ্জাজনক; লজ্জাজনক তাদের পুরুষতান্ত্রিক ধর্মের জন্য।

৯০.
একজন মুক্তচিন্তার মানুষ হবার অন্যতম শর্ত হচ্ছে - ন্যায়-অন্যায় যাচাই করার ক্ষমতা অর্জন করা। ধর্মের নামেও একজন ব্যক্তিকে

দিয়ে ভাল কাজ করিয়ে নেওয়া সম্ভব, কিন্তু এতে ব্যক্তির মানসিক বিকাশ হয় না, যাচাই করার ক্ষমতা সৃষ্টি হয় না। এমন আজ্ঞাবহ মানুষকে ধর্মের দোহাই দিয়ে অন্যায় করানো বা অন্যায় কাজে সমর্থন নেওয়া সম্ভব এবং তা-ই হয়। আজ্ঞাবহ ব্যক্তিরা সব সময়ই মৌলবাদী ও ক্ষমতালিপ্সু রাজনৈতিক দলের ক্রীড়নকে পরিনত হয়।

৯১.

বাংলাদেশ হচ্ছে লাল-সবুজের দেশ। বিপ্লবের রং লাল; মেনন সাহেব এতোদিন লাল সালাম দিতেন। সবুজ ইসলামী রং; হজ করে এসে তিনি সহী সবুজ সালাম দিবেন। লাল সবুজের পূর্ণতা পাবে।

এভাবেই 'পাকা কম্যুনিস্ট' এবং ডান মিলে মিশে যাবে আম-দুধে মেশার মতো। অপরদিকে 'ভুয়া কম্যুনিস্ট', বাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, আদিবাসী, নাস্তিকরা জলে ভেসে যাবে আঁটি হয়ে।

৯২.

নাস্তিক বলল, 'এক লম্পটকে নিয়ে কেন এত মাতামাতি ধার্মিকদের?'

অমনি ধর্মগাধারা তাকে তেড়ে মারতে আসল।

নাস্তিক বলল, 'আমি তো তোমাদেরকে বলিনি। অমুক ধর্মের কথা বলেছিলাম।

ধর্মগাধারা ক্রোধে বলল, ‘ফাজলামি করছ? আমরা ঠিকই জানি, কে লম্পট।’

বি.দ্র. ঘটনাটি আফ্রিকার এক জঙ্গলে গুহাযুগের ঘটনা। তার সাথে বর্তমানের কোনো মিল পাওয়া গেলে তা কাকতালীয়।

৯৩.

যেহেতু বিএনপি-জামাত ডাকাতি করেছে, তাই লীগের চুরি জায়েজ;
যেহেতু বিএনপি-জামাত ইসলামের নামে রাজনীতি করে, তাই লীগের মদিনা সনদের ঘোষণা দেওয়া জায়েজ;
যেহেতু বিএনপি-জামাত জঙ্গি সৃষ্টি করেছে, তাই লীগের মৌলবাদ তোষণ জায়েজ;
যেহেতু বিএনপি জামাতিদের সাথে জোট করে ক্ষমতায় গিয়েছে, তাই লীগের ইসলামী ব্যাংকের টাকা খাওয়া জায়েজ;
যেহেতু বিএনপি-জামাত সমগ্র দেশটাই হস্তান্তর করতে চেয়েছিলো, তাই লীগের কিছু খনি বা সমুদ্র ব্লক হস্তান্তর জায়েজ;
যেহেতু বিএনপি-জামাত গণধর্ষণ করে তাই, লীগাররা মা-বোন ধরে গালি দিলে জায়েজ;
যেহেতু বিএনপি-জামাত সাম্প্রদায়িক, তাই লীগাররা কাউকে ‘মালাউনের বাচ্চা’ বলে গালি দিলে জায়েজ;

অতঃপর আওয়ামী লীগ বিএনপি-জামাতের কোন অবদান অস্বীকার করবে?

৯৪.
কারা যেন দাবি করেছিলো, সিংহভাগ মুসলিমই শান্তিকামী! গুটিকয়েক সালাফিস্ট মুসলিম কতল করে, বোমা ফুটায়, জিহাদ করে। বাকি সব মুসলিম খুব ভালো! তারা ধর্মের নামে অপকর্ম করে না, এমনকি এসব সমর্থনও করে না, কারো কল্লা ফেলে দেওয়ার ইচ্ছে পোষণ করে না!

তারা কি এখন মৌনতা অবলম্বন করবে, নাকি পোস্ট কলোনিয়াল ইন্টারকোর্সের সাথে অরিয়েন্টাল প্রোপাগান্ডার রিকন্সিলিয়েশনের ন্যারেটিভ ডিসকোর্স করে হেজিমনি বোঝাবে?

(লতিফ সিদ্দিকীর বক্তব্যে মমিনীয় শান্তিকামী প্রতিক্রিয়ার প্রেক্ষিতে)

৯৫.
কোরবানির উদ্দেশ্য ত্যাগ, এবং আসল ত্যাগ শুরু হয় কোরবানির মাংস ভক্ষণের ফলাফল স্বরূপ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে দিতে...

৯৬.
পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত এশিয়ার প্রথম দেশ হিসেবে মঙ্গল গ্রহ অভিযানের সাফল্য উদযাপন করেছে।

এই সময়ে আমাদের মহাকাশবিদ্যার দৌড় হলো নবীর আঙ্গুগুলের ঈশারায় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছিলো কি না, মেরাজ সম্ভব কি না, সাঈদীকে সত্যিই চাঁদে দেখা গিয়েছিলো কি না - এসব নিয়ে 'বিতক' করা!

৯৭.
ধর্মগ্রন্থ খুঁড়ে অসাম্প্রদায়িকতা বের করার সমস্যা হলো, কোন ধর্মগ্রন্থ বেশি অসাম্প্রদায়িক, এই মীমাংসা করতেই সাম্প্রদায়িক লড়াই বেধে যেতে পারে!

৯৮.
যখন কোনো মুসলিম ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে কেউ অপকর্ম (মিথ্যা অপপ্রচার, জঙ্গিবাদ, স্বৈরাচার) করে, তখন বেশিরভাগ মুসলিমই তাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমর্থন করে, তাদের সফলতার জন্য প্রার্থনা করে, তাদেরকে ইসলামের কাণ্ডারি ভাবে। পরবর্তীতে তাদেরকেই আবার অস্বীকার করার প্রাণপণ চেষ্টা করা হয়। তারা

সহী মুসলিম না, তাদের কর্মকাণ্ডের সাথে ইসলামের সম্পর্ক নেই, তারা ইহুদি-নাসারাদের দোসর ইত্যাদি ইত্যাদি।

আবার কোনো মুসলিম কল্যাণমূলক কাজ করলে (মৌলবাদ-জঙ্গিবাদের বিরোধিতা, বিজ্ঞানচর্চা, শিক্ষার প্রসার), তখন মুসলিমরা তার বিরুদ্ধাচরণ করে, কাফের-মালাউন-মুরতাদ বলে ফতোয়া দেয়, কল্লার দাম হাঁকায়। পরবর্তীতে তাদেরকেই আবার সহী মুসলিম, ইসলামের কাণ্ডারি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে।

৯৯.
ইসলাম ত্যাগের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।
যে কোনো বোধসম্পন্ন মানুষের ইসলাম ত্যাগের জন্য এই বিধানটিই যথেষ্ট।

১০০.
বাংলাদেশের সুশীলদের নিরপেক্ষতা শুধু বিএনপি-জামাতের পক্ষে, আর মডারেটদের মানবতা শুধুই মুসলিমদের পক্ষে...

১০১.
ইসলামকে সর্বস্তরে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে জামাতের বিরুদ্ধে লড়াই করা মানে ঘরের পাশে নর্দমা জিইয়ে রেখে মশা দমন করার চেষ্টা

করা। এতে মশা নির্মূল না হলেও মশকবিরোধী সৈনিক হিসেবে নিজেকে জাহির করা যায় এবং চেতনার কয়েল, অ্যারোসল বিক্রিও চলে ভালো।

১০২.
কানাডায় ঊনড়ষধ ভাইরাসের পরীক্ষামূলক ব্যবহার শুরু হয়েছে।
এবার ধর্মগ্রন্থে ইবোলা'র সমাধান পাওয়া গেলো বলে...

১০৩.
আমাদের মুভিতে চুম্বন, নগ্ন, যৌনদৃশ্য দেখানো যাবে না, কারণ এগুলো আমাদের কালচার না।
আমাদের কালচার হলো বিদেশী মুভিতে এসব দৃশ্য দেখে হাত মারা...

১০৪.
ইসলামকে সর্বস্তরে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে জামাতের বিরুদ্ধে লড়াই করা মানে ঘরের পাশে নর্দমা জিইয়ে রেখে মশা দমন করার চেষ্টা করা। এতে মশা নির্মূল না হলেও মশকবিরোধী সৈনিক হিসেবে নিজেকে জাহির করা যায় এবং চেতনার কয়েল, অ্যারোসল বিক্রিও চলে ভালো।

১০৫.
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককে খুন করে জঙ্গিরা তাদের ঈমানি দায়িত্ব পালন করেছে।
এবার মডারেটরাও নিজেদের ঈমানি দায়িত্ব পালন করুন। গলা চড়িয়ে বলুন, 'ইহা সহি ইসলাম নয়।'

১০৬.
ইসলাম এখন আর কোনো ধর্ম নয়; পুরোদস্তর রাজনীতি। এর দুই পক্ষ- ইসলামী পক্ষ আর ইসলামবিরোধী পক্ষ। আর ইসলামী পক্ষের শক্তি হতে হলেই অবশ্যই রাজাকার, পাকি- ও আরব-প্রীতি থাকতে হবে; ব্যক্তিগত জীবনে ইসলাম পালন করা বা না করার সাথে ইসলামী পক্ষ হওয়ার সম্পর্ক নেই।

আওয়ামী লীগ দেশের একমাত্র ইসলামী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এ যাবত যত পদক্ষেপ নিয়েছে, সবই সুপার ফ্লপ হয়েছে এবং লীগের নামকাওয়াস্তে ধর্মনিরপেক্ষ পরিচয়ই শুধু ক্ষুন্ন হয়েছে। হাসিনার নামাজ পড়া, কোরানের পাঠের বয়ান, মদিনা সনদে দেশ চালানোর ঘোষণা, নাস্তিক ব্লগারদের গ্রেফতার, শফি হুজুরকে জমি উপহার... কিছুতেই কিছু হয়নি। অপরদিক খালেদা জিয়া দুপুর বারোটায় ঘুম থেকে উঠুক, বড়ো গণতন্ত্র ধর্মীয় রাজনীতির বিপক্ষে বক্তব্য দিক, ফরহাদ মজহার খোদাকে ব্যঙ্গ করে কবিতা লিখুক,

তুহিন মালিক ইজতেমাকে পিকনিক বলুক... তাদের ইসলামী ভাবমূর্তি অক্ষুন্ন থাকে।

জামাতকে ইসলামের থেকে আলাদা করার চেষ্টা করে লাভ নেই। বরং ইসলামী শক্তি হতে হলে জামাতকে কোলে নিয়ে পাক-আরবের কোলে উঠে যেতে হবে। আওয়ামী লীগ ইসলামী শক্তি হওয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে গিয়ে কত দূর তে পারে, তা-ই দেখার বিষয়...

১০৭.
ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে...

জিহাদী স্বর্গে গেলেও কি কতল, ধর্ষণ, বোমাবাজি ত্যাগ করবে? ওরা হয়তো একে অন্যের হুরকে ধর্ষণ করতে যাবে, নিরীহ স্বর্গবাসী মুমিনদের গৃহে বোমা মারবে, আর আল্যাপ্যাককে নাস্তিকতার জন্য কতল করে দেবে...

১০৮.
সোনালি ব্যাংকের ক্যালেন্ডারের পাতায় কান্তজির মন্দিরের ছবি থাকায় মুমিনদের ধর্মানুভূতি আহত হয়েছে। যার ফলে দু'কোটি টাকার ক্যালেন্ডার বাতিল করে নতুন করে ক্যালেন্ডার ছাপাতে

হচ্ছে। আশা করি নতুন ক্যালেন্ডারে পাকিদের বর্বরতা, আইএসআইএস-এর কল্লা কাটা, বোকো হারামিদের ধর্ষণের ছবি থাকবে, যাতে মুমিনরা এসব দেখে ঈমানি জসবা পায়।

আসলে সব দোষ মন্দিরের। মন্দির থাকাতেই না ছবি তুলতে পেরেছে। আসুন, মন্দিরসহ অমুসলিম-কাফেরদের সব উপসনালয়-মূর্তি ভেঙে দিই। তারপর আয়েশ করে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের জিকির তুলি...

১০৯.
'মুসলিম মাত্রই সন্ত্রাসী নয়' মুসলিমদের জন্য এর চেয়ে বড়ো অসম্মানজনক বাক্য কিছুই হতে পারে না। অথচ কেউ এই বাণী দিলে মুমিনরা নিজেরাই গর্বের সাথে শেয়ার করে!

১১০.
যতো জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসবাদ সব আসলে সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্র।
কিন্তু আপনি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কথা বললে সাম্রাজ্যবাদের দালাল হয়ে যাবেন,
কারণ জঙ্গিরা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়ছে!

কেউ কি এই পেজগির সমাধান দিতে পারেন?

১১১.

আমরা যদি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বড়ো বড়ো বুলি ঝেড়ে আদিবাসী দমন-নিপীড়নে সমর্থন দিই বা নিশ্চুপ থাকি, তাহলে বুঝতে হবে আমরা একেকজন অসাম্প্রদায়িক বজ্জাত...

১১২.

শহীদ মিনারে ফুল দেওয়া পূজা মনে হয়?
হাজারে আসওয়াদে চুম্বন করার সময় মনে হয় না?

১১৩.

একটা ঘৃণাবাদী বই বাতেল হলো, আর অমনি নাস্তেকরা হাউকাউ শুরু করে দিল এমনভাবে, যেন মুসলিমরা বইপ্রেমী না! অথচ মুসলিমরা কতো বড় বইপ্রেমী, তা যদি নাস্তেকরা অনুধাবন করতে পারতো, তাহলে আর এহুদি-নাসারাদের দালালি করতো না। মোকসুদুল মোমেনিন বই, কাশেম বিন আবু বকরের বই, ইসলামী ব্যাংকের চেক বই, সানি লিওনের বই.... মাশাল্লা, মুসলিমরা বই ছাড়া চলতেই পারে না।

অতঃপর নাস্তেকরা কীভাবে মুসলিমদের বইপ্রেমকে অস্বীকার করবে?

১১৪.
নির্বাচন দেন, তাহলে আর আগুন লাগাবো না।
স্বেচ্ছায় সহবত করতে আসেন, তাহলে আর ধর্ষণ করবো না।

১১৫.
আফগান নারী ক্রিকেট দল অনুশীলন করছিল। মৌলবাদীরা বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিল। ফলাফল হিসেবে ক্রিকেট টিম ভেঙে গেল।

জার্মানির কোলন শহরে কার্নিভাল র‍্যালির আয়োজন চলছিল। মৌলবাদী হামলার আশঙ্কা করলো নিরাপত্তা বাহিনী। ফলাফল র‍্যালি বাতিল করা হল।

মুহাম্মদের জীবনী নিয়ে বই অনুবাদ করলো রোদেলা প্রকাশনী। মৌলবাদীরা হুমকি দিল। ফলাফল - রোদেলা প্রকাশনীর স্টলই বন্ধ।

এদিকে শুনলাম, কোন আরব বেটা পৃথিবীর গোলত্ব ও ঘূর্ণনকে অস্বীকার করেছে। এখন ভয়ে আছি, কবে মৌলবাদীরা হুমকি দেয় আর পৃথিবী ঘোরাঘুরি বাদ দিয়ে চ্যাপ্টা হয়ে বসে যায়!

১১৬.

ভাগ্য ভাল, এখনো গন্ধ ধারনের প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয় নি। নাহলে ছাগুর গন্ধে অনলাইনে আসাই যেত না। আর টিভি দেখা যেত না সুশীল শুয়োরদের গন্ধে...

১১৭.

'বাঙলাদেশ অমরদের দেশ। এ-দেশের প্রতি বর্গমিটার মাটির নিচে পাঁচ জন ক'রে অমর ঘুমিয়ে আছেন।' - হুমায়ুন আজাদ

তিনি যে কথাটি বলেননি, 'বাংলাদেশ ধর্মগাধাদের দেশ। এ-দেশের প্রতি বর্গমিটার মাটির উপর পঞ্চাশ জন করে ধর্মগাধার বিচরণ, যারা অমরদের মাটির নিচে ঘুমাতে পাঠিয়ে দেয়।'

১১৮.

একসময় ধর্ম ব্যবসা করত মোল্লা-পুরুতরা। কারণ তখন সাধারণ মানুষ জীবিকা নির্বাহ ছাড়া জগতের তেমন খোঁজ রাখতো না। তাই মোল্লা-পুরুতরা ধর্মের নামে যা বলতো, তাই বিশ্বাসীরা মেনে নিত।

এখন মানুষ একটু-আধটু দুনিয়ার খোঁজ-খবর রাখে। শিক্ষা, প্রযুক্তি ও যোগাযোগ মাধ্যমের কল্যাণে বিশ্বাসীদের একটা অংশের চিন্তা-

ভাবনা এগিয়ে গিয়েছে। তারা বোঝে, বিজ্ঞানকে পুরাপুরি অগ্রাহ্য করা সম্ভব না, নারীদের সম্পূর্ণ ঘরবন্দী করে রাখা যায় না, বিধর্মী হলেই তাদের ওপর খড়গহস্ত হওয়া ঠিক না। ধর্মগ্রন্থের বেশিরভাগ বাণীই তাদের সংশয়ী করে ফেলে।

এই আধা-ধার্মিক আধা-আধুনিক মানুষদের নিয়ে এখন ধর্ম ব্যবসা করে সুশীল, মডারেট ও বুদ্ধিজীবীরা। তারা ধর্মের সাথে বিজ্ঞান, নারীবাদ, সেক্যুলারিজম মিশিয়ে কথিত শিক্ষিত (সনদপ্রাপ্ত) শ্রেণীকে খাইয়ে দেয়। সাধারণ মানুষের চিন্তার অগ্রসরতার কারণ যে মানব-রচিত শিক্ষা, কিছু মহামানবের আত্মত্যাগ, বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত গবেষণা, সাহিত্যিক, দার্শনিক - তা অস্বীকার করে এসবের পেছনে ধর্মের অবদান বের করে।

মানুষের অবদান অস্বীকার করে কথিত স্রষ্টা বা ধর্মের অবদান পুরোপুরিই প্রতারণা। সবকিছুই ধর্মে থাকলে এই আধা-ধার্মিক মানুষগুলো আর কষ্ট করে পড়ে জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করে না, যুক্তির নিরিখে যাচাই করার চেষ্টা করে না। এভাবে বিজ্ঞান বা মুক্তচিন্তার প্রসারের নামে বিশ্বাসের প্রসারই হয়; সংশয়ী মনের এখানেই ইতি ঘটে।

এই নব্য ধর্মব্যবসায়ীরা নাস্তিকদের ওপর খুব ক্ষ্যাপা। নাস্তিকরা তাদের ধর্মব্যবসার গোড়ায় জল ঢেলে দেয়। তাই কোনো নাস্তিক কোপ খেলেই তাদের মিনমিনে কণ্ঠ শোনা যায়, 'হত্যা সমর্থন করি না তবে, কিন্তু...'

নব্য ধর্মব্যবসায়ীরা যে কোনো পেশাজীবীই হতে পারে। তবে এদের মধ্যে ডাক্তারদের সংখ্যাধিক্য লক্ষণীয়।

১১৯.
'ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের সংঘর্ষ নেই।'

অবশ্য এই বিজ্ঞান জোকার নালায়েকের বিজ্ঞান। যেই বিজ্ঞানে মনে করা হয়, বিজ্ঞানীরা বসে বসে ধর্মগ্রন্থ পড়ে সব আবিষ্কার করে।

আর যেই বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসু, প্রশ্ন তোলে, সংশয়ী হতে শেখায়, মহাবিশ্ব সৃষ্টির জন্য স্রষ্টার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে, বিবর্তনের কথা বলে, সেই বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের অবশ্যই সংঘর্ষ আছে।

১২০.
আদিবাসীদের নিপীড়নের বেলায় বাঙালি ধর্ম ও দল নিরপেক্ষ।
সব ধর্ম ও দলের বাঙালি মিলেমিশে এই কাজ করে...

১২১.

কোনো ছেলে নারী-স্বাধীনতা নিয়ে কিছু লিখলেই মুমিনরা মা-বোনকে নিয়ে গৎবাঁধা প্রশ্ন আওড়ায়। যেমন:

- আপনার মা-বোনকে কি বিকিনি পরে হাঁটতে দেবেন?
- আপনার মা-বোনকে কি ওপেন সেক্স করতে দেবেন?
- আপনার মা-বোনকে কি রাত দুটোয় ঘর থেকে বেরোতে দেবেন?

প্রশ্নগুলো শুনলেই বোঝা মুমিনদের কাছে নারীর 'সম্মান' আসলে কী! তারা তাদের মা-বোনদের বোরকা পরায়, বিয়ে দেওয়ায়, ঘরবন্দী করে রাখে। তাদের মা-বোনদের পোশাক, চাল-চলন, জীবন-যাত্রা, সঙ্গী বাছাই সবগুলো তাদের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল। তাই নারী-স্বাধীনতার ক্ষেত্রে তারা মূল পয়েন্টটাই ধরতে পারে না যে, নারীকে বিকিনি পরানো, সেক্স করানো বা বাইরে বের করানোর কথা বলা হচ্ছে না, বরং পোশাক, যৌনতা, জীবনের সব ক্ষেত্রে যাতে তারাই সিদ্ধান্ত নিতে পারে, তা নিশ্চিত করা। আমার মা-বোন কোন পোশাক পডরবে বা তাদের যৌনসঙ্গী কে হবে, ঘর থেকে কখন বের হবে, কোথায় বের হবে, তারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিবে। আমার এখানে হস্তক্ষেপ করার কোনো এখতিয়ার নেই।

১২২.
খোদার রাজ্যে পৃথিবী ধর্ষণময়,
পূর্ণিমা রাণী যেন গণিমতের মাল...

ফাল দিয়া ওঠা কথা

ওয়াশিকুর বাবু